ভারতের নির্বাচন কমিশন

- ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি স্বয়ং শাসিত আধা সংবিধানিক সংস্থা। ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৫০ সালে ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের 15 নম্বর পার্টে ৩২৪ থেকে ৩২৯ ধারায় ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভা গুলির সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন প্রস্তুতি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নির্বাচন কমিশনের স্কন্ধে ৩২৪ (১) ধারায়।
- **ভারতের নির্বাচন কমিশন**
- ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ এর দুই নম্বর ধারায় বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনে একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনের ও কয়েকজন নির্বাচন কমিশনার থাকবে। নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা সম্বন্ধে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে মোট তিনজন সদস্য আছেন নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।
- **ভারতের নির্বাচন কমিশনের কার্যপ্রণালী**
- ১৮৮৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কার্যপ্রণালী পরিচালনার জন্য কেবলমাত্র একজন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হতেন। অক্টোবর মাসের পর সেই বছরেই দুজন কমিশনার কে নিযুক্ত করা হলেও পরের বছরেই ১৯৯০ এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ১৯৯১ সালে দুজন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করার পক্ষে আইন পাস হয় পার্লামেন্টে। ১৯৯৩ সালে একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও দুজন কমিশনারের নিযুক্তিকরণ ও তাদের দায়িত্ব সংক্রান্ত সংশোধনী আইন পাস হয়।
- ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন সুকুমার সেন।
- **ভারতের নির্বাচন কমিশনের পদচ্যুতি**
- মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পদশ চুক্তি বা ইমপিসমেন্ট করতে হলে ইমপিজমেন্টের প্রস্তাবটিকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদান কারী সদস্যের এক তৃতীয় অংশের সমর্থন লাভ করতে হয়। সংসদের অনুমোদন প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতির মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ইমপিচ করতে পারেন। কমিশনের অন্য সদস্যদের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অনুমতি ছাড়া পদচ্যুত করা যায় না।
- **ভারতের নির্বাচন কমিশনের পালনীয় দায়িত্ব**
- (ক) ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সংশোধন।
- (খ) সংসদ, বিধানসভা, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তদারিক ও পরিচালনা করা।
- (গ) নির্বাচনের তারিখ মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা ও মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্ধারণ ও ঘোষণা ইত্যাদি সহ নির্বাচনের সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা নির্বাচনের পর ভোট গণনা ও ফল ঘোষণা।
- (ঘ) নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিরোধের ক্ষেত্রে তদন্ত কমিশন গঠন করা।
- (ঙ) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী পথিক প্রদান করা।
- (চ) নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কোন কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত রাখা, বাতিল করা, পুনর্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- (ছ) সংসদ ও রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অযোগ্যতা সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল কে পরামর্শ প্রদান।
- (জ) রাজনৈতিক দল প্রার্থী ভোটদাতা ও নির্বাচন কর্মীদের জন্য আচরণ বিধি প্রস্তুত করা।
- (ঝ) নির্বাচকদের পরিচয় পত্র প্রদান।